তাবিজাত

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু- প্রসিদ্ধ পীর শাহসুফী

আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনুর কম্পিউটার ও প্রেস" হইতে মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

(ষষ্ঠদশ মুদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৩০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العٰلمين والصلوٰة و السلام على رسوله
سيد نا محمد و اٰله و صحبه اجمعين

তাবিজাত

তৃতীয় ভাগ

১। কুষ্ঠ রোগের তদ্‌বীর।

এবনো কোতায়বা বলিয়াছেন, এক ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হওয়ায় তাহার মাংস খসিয়া পড়িতেছিল, সে ব্যক্তি কোন বোজর্গের নিকট অভিযোগ করায় তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া উক্ত পীড়াস্থলে থুথু দিলেন, ইহাতে তাহার পীড়ার উপশম হইয়া যায়। আয়াতটি এই—

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِيْنَ ☆

"অ-আইউবা ইজ নাদা রাব্বাহু ইন্নি মাছ্‌ছানিয়াদ্‌ ض দোররো অ-আন্তা আরহামোর রাহেমিন।"

২। শ্বেতকুষ্ঠের তদ্‌বীর

কলবি বলিয়াছেন, এক ব্যক্তির শ্বেতকুষ্ঠ হইয়াছিল, সে কাহারও নিকট বসিতে পারিত না। একজন বোজর্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি ইহা শুনিয়া নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া তাহার মুখ খুলিতে বলেন, সে মুখ খুলিয়া দিলে তিনি তাহার মুখে থুথু দিলেন, ইহাতে তাহার উক্ত পীড়া ভাল হইয়া গেল। আয়াতটি এই—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ

رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّیْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَیْــٴَـةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَكُوْنُ طَیْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِیْ بُیُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۚ

"বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম, আন্নি কাদ জেঃতোকোম বে-আয়াতেম মিররাবেবকোম, আন্নি আখলোকো লাকোম মেনাত্তিনে কাহায়য়াতেত্তায়রে ফ-আনফোখো ফিঁহে ফা-ইয়াকুনো তায়রাম বে-এজনিল্লাহ, অ-ওবরেওল আকমাহা অল- আবরাছা ওহ্‌য়েল মাওতা বে-এজনিল্লাহ, অ-ওনাবেবয়োকোম বেমা তাঃকুলুনা অমাতাদ্দাখেরুনা ফি বোইউতেকোম ইন্নাফি জালেকা লা-আইয়াতাল্লাকোম ইন্‌কুন্তোম মো-মোমেনিন।"

৩। দাদের তদ্‌বীর।

১। দাদের উপর উপরোক্ত নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখিয়া দিলে, দাদ আরাগ্য হয়।

فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت ☆

২। একটি সূতার উপর নিমোক্ত আয়াতটি তিন বার পড়িয়া ফুক দিয়া তিনটি গিরা দিবে এবং উহা উক্ত রোগীর হস্তে বাঁধিয়া দিবে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ☆

"অ-মাছালো কালেমাতেন খাবিছাতেন কাশাজারাতেন খবিছাতেনেজ তোছছাৎ ফেন ফাওকেল আরদে ض মালাহা মেন কারার।

৪। চুলকানির তদ্‌বীর

একটি লোকের চুলকানি হইয়াছিল, কোন ঔষধে উহা আরোগ্য হইল না। এক সময় সে ব্যক্তি যাত্রিদের সহিত মক্কা শরীফের দিকে রওনা হইয়া যায়, পথ চলিতে অক্ষম হইয়া হজরত আলি (রহঃ)- এর মাজার শরীফে শুইয়া গেল সে ব্যক্তি উক্ত হজরতকে স্বপ্নে দেখিয়া নিজের চুলকানির কথা প্রকাশ করে, হজরত নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিলেন, প্রভাতে উঠিয়া দেখে যে, তাহার পীড়া আরাম হইয়া গিয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ

اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ☆

"বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম, ফাকাছওনাল এজামা লাহমা, ছোম্মা আনশাঃনাহো খালকান আখার, ফাতাবারাকাল্লাহো আহছানোল খালেকিন।"

৫। প্রেম ও আশক্তি নষ্ট করার উপায়

যদি কেহ কাহারও অবৈধ প্রেমে বিমোহিত হইয়া পড়ে, তবে নিম্নোক্ত আয়াত রবিবারের ফজর হওয়ার পূর্ব্বে পাক বাসনে লিখিয়া বরফের পানিতে ধুইয়া তিন দিবস সেই পানি তাহার শরীরে ছিটাইয়া দিবে, খোদার মর্জ্জিতে উহা দূরীভূত হইয়া যাইবে।

وكاين من نبى قاتل لا معه ربيون كثير ج فما وهنوا لما

اصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا ط والله

يحب الصّٰبرين ☆

৬। রাত্রি কানার তদ্‌বীর

গো-মৌরি রাত্রিতে এক ছটাক পরিমাণ পানিতে ভিজাইয়া সাত দিবস পান করিবে। ইহাতে উহা আরাম হইবে।

বিশুদ্ধ আদার রস চক্ষে দিলে রাত্রিকানা আরাম হয়।

৭। বৃক্ষের ফল ঝরিয়া পড়া রহিত হওয়ার দোয়া

নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়াত লিখিয়া গাছে লটকাইয়া দিবে—

(১) ان اللّٰه يمسك السمٰوٰت و الارض ان تزو لا ج و لئن زالتا ان امسكهما من احد من , بعده ء انه كان حليما غفورا - (২) وله ما سكن فى اليل والنهار ء و هوالسميع العليم - ولبثوا فى كهفهم ثلٰث مائة سنين و ازدادوا تسعا ولا حول ولا قوة الا باللّٰه العلى العظيم ☆

৮। হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা পাওয়ার তদ্‌বীর

একজন বোজর্গ বলিয়াছেন, তিনি বনে গিয়া দেখিলেন যে, একটি বকরির সহিত একটি নেকড়ে বাঘ খেলা করিতেছে, ইনি তথায় উপস্থিত হইলে, নেকড়ে বাঘটি চলিয়া গেল, তৎপরে তিনি তদন্ত করিয়া দেখিলেন যে বকরির গলায় একটি তাবিজ রহিয়াছে। তিনি তাবিজ খুলিয়া দেখেন যে, নিম্নোক্ত আয়াতগুলি উহাতে লিখিত রহিয়াছে।

ولا يئوده حفظهما ج وهو العلى العظيم - فاللّٰه خير حافظا و هو ارحم الرّٰحمين ☆ وحفظا من كل شيطٰن مارد ☆ وحفظنٰها من كل شيطٰن رجيم ☆ وحفظا ء ذٰلك تقدير العزيز العليم ☆ان كل نفس لما عليها حافظ ☆ ان بطش

ربک لشدید ط انه هو یبدئ و یعید ج و هو الغفور الودود لا

ذو العرش المجید لا فعال لما یرید ط هل اتٰک حدیث

الجنود لا فرعون و ثمود ط بل الذین کفروا فی تکذیب لا

واللّٰه من ورائهم محیط ج بل هو قراٰن مجید لا فی لوح

محفوظ ☆

৯। শত্রুর মুখ বন্ধ করার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িলে এবং বাজুতে বাঁধিয়া রাখিলে শত্রুর মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ - وَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ -

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ - فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ☆

"আল- ইয়াওমা নাখতেমো আলা আফওয়া হেহেম। অলা ইয়োঃজানো লাহোম ফাঃইয়া তাজেরুন। ছোম্মোম বোকমোন ওমইয়োন ফাহোম লাইয়ার জেউন। ফাহোম লাইয়াকেলুন।

১০। প্রত্যেক জীবের অনিষ্ট হইতে রক্ষার উপায়

যে মনুষ্য কিম্বা জন্তুর ভয় হয়, নিম্নোক্ত ছুরা শুরার আয়াত পড়িয়া তাহার দিকে ফুক দিবে, উহার অপকারিতা হইতে নিরাপদে থাকিবে।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ط لَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ط لَا

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ط اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ☆

"আল্লাহো রাব্বোনা অ-রাব্বোকোম, লানা আ'মালোনা অলা- কোম আ'মালাকোম, লা হোজ্জাতা বায়নানা অ-বায়নাকোম অ-বায়নাকোম, আল্লাহো ইয়াজমায়ো বায়নানা, অ-এলায়হেল মাছির।

১১। প্রত্যেক বস্তুর অপকারিতা হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

কা'বোল আহবার বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত সাতটি আয়াত পড়িলে, কোন মনুষ্য কিম্বা জন্তু ক্ষতি করিতে পারিবে না।

(১) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ☆

" কোল লাঁই ইউছিবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহো লানা, হুওয়া মাওলানা, অ-আলাল্লাহে ফাল -ইয়াতাওয়াকালেল মোতাওয়াক্কেলুন।

(২) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ط يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ☆

"অ-য়িঁ- ইয়ামছাছকাল্লাহো বেদোর্রেন ض ফালা কাশেফালাহু ইল্লা হু, অয়িঁ - ইয়োরেদকা বেখায়রেন ফালারাদ্দা লেফাদ্‌লিহি ض , ইয়োছিবো বেহি মাঁই- ইয়াশায়ো মিন এঁবাদেহি অহুওয়াল গাফুরোর রহিম।"

(৩) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ☆

"অমামেন দাব্বাতেন ফিল আরদে ض ইল্লা আ'লাল্লাহে রেজকোহা অ-

ইয়া'লামো মোস্তাকাররাহা অ-মোস্তাওদায়া'হা কুল্লোন ফি কেতাবেম মোবিন।"

(৪) اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ☆

"ইন্নি তাওয়াক্কালতো আ'লাল্লাহে রাব্বি অ-রাব্বেকোম, মা মিন দাব্বাতেন ইয়া ইল্লা হুওয়া আখেজোম বেনাছিয়াতেহা, ইন্না রাব্বি আলা ছেরাতেম মোস্তাকিম।"

(৫) وَ كَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ☆

"অ-কা-আইয়েম মিন দাব্বাতেন লাতামেলো রিজকোহা আল্লাহো ইয়ারজোকোহা অ-য়াকোম, অহুয়াছ-ছামিওল আলিম।

(৬) مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ج وَ مَا يُمْسِكْ لا فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ☆

"মাইয়াফতা হেল্লাহো লিন্নাছে মির্‌রাহমাতেন ফালা মোমছেকা লাহা অমাইয়োমছেকো ফালা মোরছেলা লাহু মিম বা'দিহ, অহুওয়াল আজিজোল হাকিম।

(৭) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ

اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ

مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ☆

"অলায়েন ছায়ালতাহোম মান খালাকাছ-ছামাওয়াতে অল-আরদ্বা ض লাইয়াকুলুন্নাহ, কোল আফারায়ায়তোম মা-তাদয়ু'না মিন দুনিল্লাহে ইন আরাদানিয়াল্লাহো বেদ্বোর্রেন ض হাল হোন্না কাশেফাতো দ্বোর্রেহি ض আও আরাদানি বে-রাহামাতেন হাল হোন্না মোমছেকাতো রাহমাতিহ, কোল হাছবিয়াল্লাহ, আলায়হে ইয়া- তাওয়াক্কালেল মোতাওয়াক্কেলুন।"

১২। শত্রুর চক্ষু হইতে অদৃশ্য হওয়ার উপায়

এক বোজর্গ বলিয়াছেন, একস্থানে যুদ্ধ হইতেছিল, আমি 'ইজা জোলজেলা ছুরা পড়িয়া জমিতে হস্ত মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলাম, পুনরায় মস্তকে হাত রাখিয়া নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িলাম। তৎপরে একটি বৃক্ষের তলে বসিয়া রহিলাম, আমি খোদার কছম করিয়া বলিতেছি, শত্রুরা তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগিল, সে ব্যক্তি এখানে ছিল, এখন কোথায় গিয়াছে?

(১) فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى ☆

"ফাদ্বরেব ض লাহুম তারিকান ফিল বাহরে ইয়াবাছান, লাতাখফো দারাকাঁও অলাতাখশা।"

(২) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ☆

" অ-জায়ালনা মিম বায়নে আয়দিহেম ছাদ্দাঁওঅমেন খালফেহেম ছাদ্দান ফা-আগশায়নাহোম ফাহুম লাইয়োব ছেরুন।"

১৩। হারনো বস্তু পাওয়ার উপায়

জা'ফর খালেদীর একটি আঙ্গুটির নাগিনা দেজ্‌লা নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল,

ইহাতে তিনি নিম্নোক্ত দোওয়া পড়িয়াছিলেন, একদিবস তিনি কাগজপত্র পড়িতেছিলেন, হঠাৎ তিনি উহার মধ্যে নাগিনাটি পাইলেন।

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اجْمَعْ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ ☆

"আল্লাহুম্মা ইয়া জামেয়ান্নাছে লে- ইয়াওমেল লারায়বা ফিহেজ্‌মা' আ'লাইয়া দাল্লাতি।"

(২) ছুরা অদ্দোহা পড়িবে, কিন্তু উহার নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়িবে।

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ☆

"অ-ওয়াজাদাকা দাল্লান ض ফাহাদা।"

১৪। চোর ধরিবার উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি রুটি কিম্বা খাদ্যবস্তুতে লিখিয়া যাহাদের উপর চুরি করার সন্দেহ হইয়াছে তাহাদিগকে খাওয়াইবে, চোর উহা খাইতে পারিবে না।

(১) واذ قتلتم نفسا فادّٰرءتم فيها ط والله مخرج ما كنتم تكتمون ☆

(২) يتجرعه و لا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ط ومن و رائه عذاب غليظ ☆

(৩) الا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السمٰوٰت والارض و يعلم ما تخفون و ما تعلنون۔ الله لا اله الاهو رب العرش العظيم ☆

(৪) و بالحق انزلنه وبالحق نزل ط و ما ارسلنك الا مبشرا و نذيرا ☆ وصلى الله سيدنا محمد و اله و صحبه و سلم ☆

(২) যে দরওয়াজা দিয়া চুরির সামগ্রি বাহির করা হইয়াছে, সেই দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া ছুরা তারেক পড়িলে, উহা ফেরত পাইবে অথবা স্বপ্নে দেখিতে পাইবে।

১৫। পলায়ন করা নিবারণের উপায়

স্ত্রী, পুত্র বা চাকর পলায়ন করিতে অভ্যস্ত হইলে, ছুরা ফাতেহা চারিকোল প্রত্যেকটি তিন তিন বার, ছুরা তারেক এক বার ও ছুরা দোহা তিনবার পড়িয়া কোন রুমাল কিম্বা চাদরের এক কোনে ফুক দিয়া গিরা দিবে, ইনশায়াল্লাহ সে পলায়ন করিতে পারিবে না।

১৬। মস্তকের বেদনার তদ্‌বীর

১। শেষ রমজানের জুমার দিবস নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া রাখিবে, উহা তাবিজ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে, উক্ত বেদনা ভাল হইবে।

الم تر الى ربك كيف مد الظل ج و لو شاء لجعله ساكنا ج ثم جعلنا الشمس عليه دليلا لا ثم قبضنه الينا قبضا يسيرا ☆

মস্তকের বেদনা হইলে নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়িয়া ফুক দিবে—

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُوْنَ ☆

"লাইয়োছদ্দায়ো'না আ'নহা অলাইয়োনজেফুনা।"

১৭। আধ কপালে বেদনার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া বেদনার উপর ফুক দিবে—

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا ☆

"কোল মার রাব্বোছ ছামাওয়াতে অল্ আরদে ض , কোলেল্লাহ, কোল আফা- আত্তাখাজ্‌তোম মিন দুনিহি আওলিইয়ায়া লা-ইয়াম লেকুনা লে - আনফোছেহিম নাফয়াঁও অলা দার্রা ض ।"

১৮। হৃৎপিণ্ডের বেদনার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াতটি মৃত্তিকাজাত নূতন পাত্রে জাফরাণ ও গো'লাব দ্বারা লিখিয়া পানিতে ধৌত করিয়া পান করিবে।

ونزعنا ما فى صدورهم من غل ☆

১৯। চোয়ালের বেদনার তদ্‌বীর

১) নিম্নোক্ত আয়াতটি ছোট একখানা কাগজে লিখিয়া চোয়ালের নিচে দাবাইবে-

لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ☆

(২) যাহার চোয়ালে বেদনা হইয়াছে, তাহাকে ডাহিন হাতের সাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা উক্ত স্থান ধরিতে বল এবং কথা বলার সময় যেন হাত তুলিয়া না লয়। তৎপরে তুমি বিছমিল্লাহ সহ সাতবার ছুরা ফাতেহা পড় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার নাম কি? সে নিজের নাম বলিবে। তৎপরে তুমি বিছমিল্লাহ সহ সাতবার ছুরা ফাতেহা পড় এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে,তোমার মাতার নাম কি? সে তাহার মাতার নাম বলিবে। তৎপরে তুমি বিছমিল্লাহ সহ সাতবার উক্ত ছুরা পড়িয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার বেদনা কোথায় ? সে বলিবে, চোয়ালে বেদনা হইয়াছে। তৎপরে তুমি বিছমিল্লাহ সহ সাতবার উক্ত ছুরা পড়িয়া

তাহাকে বলিবে, আল্লাহতায়ালার হুকুমে ঝাড়াইব কি? সে বলিবে হ্যাঁ। তৎপরে তুমি ঐরূপ বিছমিল্লাহ সহ ছুরা ফাতেহা সাতবার পড়িয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমার বয়স কত? সে নিজের বয়স বলিবে। তৎপরে বিছমিল্লাহ সহ সাতবার উহা পড়িয়া বলিবে, তুমি অল্পক্ষণ গিয়া আরাম কর, বরং শুইয়া থাক ত ভাল, ইনশায়াল্লাহ ইহাতে বেদনা ভাল হইবে।

(৩) যে দিকের চোয়ালে বেদনা হইয়াছে সেই দিকে গালে হাত ফিরাইতে ফিরাইতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িতে থাকিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ ط
مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ☆

"বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম, আওয়ালাম ইয়ারাল ইনছানো আন্না খালাকনাহো মিন নোৎফাতেন ফাএজা হুওয়া খাছি মোম মোবিন।

তৎপরে আয়তুল কুরছি পড়িবে,

তৎপরে এই আয়াগুলি ঃ—

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ
ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ
وَالْاَفْئِدَةَ ـ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ☆

"অলাহু মাছাকানা ফিল্লাএলে অন্নাহারে অহুওয়াছ ছামিয়ো'ল আলিম, ছোম্মা ছাওওয়াহো অনোফেখা ফিহে মির রুহেহি অজা য়া'লা লাকোমোছ ছাময়া' অল আবছারা অল আফয়েদাহ। অনোনাজ্জেলো মেনাল কোরআনে মাহুয়া শেফায়োঁও অরাহ মাতুল্লেল মো'মেনিন।

৪। নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া উক্ত বেদনা স্থলে ফুক দিবে কিম্বা লিখিয়া উক্ত স্থলে বাঁধিয়া দিবে।

الٓـمٓـص كٓهٰيٰـعٓـص حٰـمٓـعٓسٓـق

لَا اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اُسْكُنْ اَيُّهَا الْوَ جُعُ بِالَّذِىْ

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ - وَ لَهٗ مَا

سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ☆

"আলিফ, লাম, মিম, ছাদ, কাফ, হা, ইয়া আএন, ছাদ, হা, মিম, আএন, ছিন, কাফ লাইলাহা, ইল্লা হুওয়া রাব্বোল আর শেল আ'জিম, ওছকোন আইয়োহাল অজ্‌য়ো বিল্লাজি ইঁ ইয়াশা ইয়োশ কেনের রিহা ফাইয়াজ লালনা রাওয়াকেদা আ'লা জাহরেহি অলাহু মাছাকানা ফিল্লাএলে অন্নাহারে, অহুওয়াছ ছামিয়োল আ'লিম।"

২০। চক্ষের পীড়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি লিখিয়া চক্ষের উপর বাঁধিয়া দিবে।

(১) اذ هبوا بقميصى هذا فالقوه على وجه ابى يأت بصيرا ☆

(২) فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد☆

২১। বাঁজা স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার তদবীর

উক্ত স্ত্রীলোক হায়েজ হইতে পাক হইয়া গোসল করিবে, একটি হৃষ্টপুষ্ট বকরির বাচ্চা জবাহ করিয়া একটি দেগে অল্প পানি দিয়া কসাইয়া লইবে, উক্ত পানি স্ত্রীলোকটিকে পান করান হইবে, একটিবাসনে ছুরা ফাতেহা, দরুদ শরীফ ابجد। 'অবজাদ' হইতে ضظغ 'দাজ্জাগ' পর্য্যন্ত লিখিয়া এবং অন্য বাসনে নিম্নোক্ত আয়াত গুলিলিখিয়া পানিতে ধুইয়া স্বামীসঙ্গমের পূর্ব্বে পান করিবে, আল্লাহতায়ালার হুকুমে সন্তানের স্থিতি হইবে।

قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلا ما

زكيا☆قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله اية

للناس و رحمة منا و كان امرا مقضيا ☆ فحملته بعون الله

فحملته بلطف الله فحملته بلا حول ولا قوة الا بالله ☆

فانتبذت به مكانا قصيا ☆ انما امره اذا اراد شيأ ان يقول له

كن فيكون ☆

২২। স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট না হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি চিনা বাসনে লিখিয়া ধুইয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোককে পান করাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم-او لم يرالذين كفروا ان

السموٰت والارض كانتا رتقا ففتقنهما و جعلنا من الماء

كل شيء حي - و لقد اتينا ابرٰهيم رشده من قبل و كنا به

علمين ☆ ووهبنا له اسحٰق و يعقوب نافلة و كلا جعلنا

صٰلحين☆ و زكريا اذ نادٰى ربه رب لا تذرني فردا وانت

خير الوٰرثين ☆ و التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من

روحنا وجعلنٰها وابنها اٰية للعٰلمين ☆

২৩। পুত্র সন্তান পয়দা হওয়ার তদ্‌বীর

ছুরা ইউছুপ সম্পূণ লিখিয়া গর্ভবতীর গলায় বাঁধিয়া দিবে, দীনদার পুত্র সন্তান পয়দা হইবে।

২৪। এমছাকের (দেরীতে বীর্য্যস্থালিত হওয়ার) তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত দোওয়াগুলি আঙ্গুরের পাত্রে লিখিয়া বাম রানে বাঁধিবে।

ابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

وقیل یٰارض ابلعی مائک و یٰسماء اقلعی وغیض الماء و

قضی الامر۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاھا اللّٰہ ۔ امسک

ایھا الماء۔ النازل من صلب فلان بن فلانۃ بلا حول ولا قوۃ

الا باللّٰہ العلی العظیم ☆

২৫। পুরুষাঙ্গ ফুলিয়া গেলে, উহার উপশমের তদ্‌বীর

তিন দিবস রোজা, তৎপরে অর্দ্ধ রাত্রে উঠিয়া নিজের ডাহিন হাতে তাম্রের কলম দ্বারা গোলাব জা'ফারাণে নিম্নোক্ত দোয়া লিখিয়া চাটিয়া খাইবে, তিনবার এইরূপে লিখিয়া খাইবে, খোদার মর্জ্জিতে উহা ভাল হইয়া যাইবে।

انما یستجیب الذین یسمعون ط و الموتٰی یبعثھم اللّٰہ

ثم الیہ یرجعون ☆

২৬। ফোড়া, জখম, কাশি ও যোতুক নিবারণের তদ্‌বীর

তিন দিবস নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া ফুক দিবে এবং শেষে ইহা লিখিয়া দিবে-

اے کھانسی اور دنبل و زخم و مسہ حکم الٰہی ھو تو مرجا☆

আয়াতগুলি এই - ছুরা ফাতেহা, তৎপরে—

(১) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ☆

(২) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا لا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَآ اَمْتًا ☆

(৩) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ☆

(৪) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ☆

(৫) اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ قف وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ☆

২৭। গাভী নিজের বাচ্চাকে দুধ খাইতে না দিলে উহার তদ্‌বীর

ছুরা ফাতেহা, নাছ, ফালাক ও নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কোন কাগজে লিখিবে—

(১) و ذللنٰها لهم فمنها ركوبهم و منهايأكلون

(২) وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهٰر ط وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ط وان منها لما يهبط من خشية الله ط وما الله بغافل عما تعملون ☆

তৎপরে একটু মাটি লইয়া উহার উপর ছুরা ফাতেহা ৭ বার ছুরা নাছ ও ফালাক এক একবার পড়িয়া উহার কিছু অংশ গাভীর নাকের দিকে, অবশিষ্ট অংশ উহার ঘাড় ও বুকের দিকে ছড়াইয়া দিবে, তৎপরে উপর লিখিত তাবিজ উহার গলায় বাঁধিয়া দিবে।

২৮। পঙ্গপাল দফা করার উপায়

ফকিহ এবরাহিম আ'লাবি বলিয়াছেন, যেখানে বহু পঙ্গপাল ফসল নষ্ট করিতে থাকে, তথায় নয়টি পঙ্গপাল ধরিয়া লইয়া প্রত্যেকের পাখনায় নিম্নোক্ত নয় আয়াতের এক এক আয়াত লিখিয়া দিবে, আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে সমস্ত পঙ্গপাল দূরীভূত হইয়া যাইবে।

(১) فسيكفيكهم الله ج و هو السميع العليم

(২) حسبنا الله و نعم الوكيل (৩) يٰقومنا اجيبوا داعى الله (৪) ثم انصرفوا ط صرف الله قلوبهم بانهم قوم

لا يفقهون (৫) وحيل بينهم و بين ما يشتهون (৬) اتى امر

اللّٰه فلا تستعجلوه (৭) صنع اللّٰه الذى اتقن كل شئ

(৮) يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له (৯) وما يعلم جنود

ربك الاهو۔ ومامر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ☆

২। নিম্নোক্ত আয়াত চারটি কাগজে লিকিয়া ক্ষেতের চারি কোনে লটকাইয়া দিবে।

واذا تولّٰى سعٰى فى الارض ليفسد فيها و يهلك

الحرث و النسل ط والله لا يحب الفساد ☆

২৯। শষ্য নষ্টকারী পক্ষিদল নিবারণের উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতটি চারিখানা কাগজে লিখিয়া ক্ষেতের চারি কোনে লটকাইয়া দিবে।

يٰاهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ☆

৩০। পঙ্গপাল, ছারপোকা, উইপোকা,সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদির উপদ্রব নিবারণের তদবীর।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি একখানা কাগজে লিখিয়া দফন করিবে কিম্বা লটকাইয়া দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم۔ انه من سليمٰن و انه بسم

اللّٰه الرحمن الرحيم لا ا لا تعلوا على و اتونى مسلمين ☆

يـاايهـا الـنـمل ادخلوا مسٰكنكم ج لا يـحـطـمنكم سليمٰن

جنوده لا وهم لا يشعرون☆ فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها و

لـنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون☆ يرسل عليكما شواظ

مـن نـار لا و نـحـاس فـلا تـنتصرٰن ☆ فسيـكـفيـكهـم اللّٰـه

وهـو السـميع العليم ☆ ومثـل كـلـمة خبيثة كشجرة خبيثةن

اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ☆ كانهم يوم يرون ما

يوعدون لا لم يلبثوا الا ساعة من نهار ط بلغ ج فهل يهلك الا

القوم الفٰسقون ☆ واذا تـولى سعٰى فى الارض ليفسد فيها و

يهـلك الحرث والنسل ط و اللّٰـه لا يحب الفساد ☆ فـلما

قـضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل

منساته ج فـلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما

لبثوا فى العذاب المهين ☆ قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما

عهد عندك ج لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

معك بنى اسرائيل ☆

উহার সহিত ছুরা ফাতেহা যোগ করিবে।

৩১। জ্বেনের তদ্‌বীর

(১) একজন বোজর্গ বলিয়াছেন, একটি বালিকা খেলা করিতে করিতে

অচৈতন্য হইয়া যায়, ইহাতে উক্ত বোজর্গ স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, যেন একজন ফেরেশতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন যে, ইহার ঔষধ কোর আন

মজিদে আছে,তিনি বলিলেন,এই আয়াতগুলি—

(১) قُلْ آللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ☆

(২) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ☆

(৩) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ☆

(৪) قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ☆

(১) কোল আল্লাহো আজেনা লাকো আম আ'লাল্লাহে তাফতারুন। (২) ইয়োরছালো আলায়কোমা শোওয়াজোম মিন্নারেও অ-নোহাছোন ফালা তানতাছেরান। (৩) ইয়া মা'শারাল জেন্নে অল-ইনছে ইনেছ তাতাতোম আন তানফুজু মিন আকতারেছ ছামাওয়াতে অল আরদে ض ফানফুজু, লাতান ফুজুনা ইল্লা বেছোল তান। (৪) কালাখছা ফিহা অলা তোকাল্লেমুন।

উক্ত বোজর্গ প্রভাতে উঠিয়া উক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া বালিকাটির উপর ফুক দিলে, জ্বেনের আছর একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল।

(২) এবনো কোতারা বলিয়াছেন, একজন লোক বাসোরা শহরে খোর্ম্মার ব্যবসায়ের জন্য উপস্থিত হইয়া ঘর ভাড়া করিতে গিয়া একটী ঘর দেখিতে পাইল, উহার মধ্যে মাকড়সা জাল বুনিতেছে। সে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলিল, ইহাতে একটি জবরদস্ত জ্বেন থাকে, যে ব্যক্তি উহার মধ্যে থাকে, তাহাকে মারিয়া ফেলে। সে ব্যক্তি বলিল, আমি উহা ভাড়া লইব, খোদা আমার সহায়, সে ব্যক্তি রাত্রিতে শয়ন করিলে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চক্ষুধারী কালবর্ণের একটি

জ্বেন উপস্থিত হইল, তখন সে আয়তুল কুরছি পড়িতে লাগিল, জ্বেনটি উহা পড়িতে আরম্ভ করিল। যখন সে ব্যক্তি وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَا الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ 'অলা- ইয়াউদুহু হেফজোহোমা অহুওয়াল আ'লিউল আজিম' পড়িল, তখন জ্বেন উহা পড়িতে সক্ষম হইল না। ইহাতে সে ব্যক্তি উহা বারম্বার পড়িতে লাগিল, তখন সেই অন্ধকারময় মূর্ত্তি দূরীভূত হইয়া গেল এবং সে ব্যক্তি শান্তির সহিত রাত্রি যাপন করিল। প্রভাতে তথায় জ্বলিবার চিহ্ন ও কিছু ভষ্ম দেখিতে পাইল এবং একটি শব্দ শুনিতে পাইল যে, তুমি বড় জ্বেনকে জ্বালাইয়া দিয়াছ, সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কিসে জ্বলিয়া গেল, উত্তর হইল 'অলাইয়াউদুহু হেফজোহোমা অহুওয়াল আ'লিউল আজিম' দ্বারা জ্বলিয়া গিয়াছে।

(৩) এবনো-কোতায়বা বলিয়াছেন, একজন মিসরবাসী লোক আমাকে বলিয়াছেন, আমি একজন আরবের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, সে শয়নকালে চিৎকার করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল, আমি অবগত হইলাম যে, শয়নকালে তাহার এইরূপ অবস্থা হয়, তখন আমি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিলাম, সেই হইতে আর তাহার উপর আছর হয় নাই।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ط تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ☆ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ج وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ط اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ☆

'ইন্না রাব্বোকো মোল্লাহোল্লাজি খালাকাছ, ছামাওয়াতে অল-আরদ্বে ض ফি ছেত্তাতে আইয়ামেন ছোম্মাছতাওয়া আলাল আরশে, ইয়োগশেল্লায়লান্ নাহারা ইয়াৎলোবোহু হাছিছাঁও অশ্‌শামছা ওয়ালকামারা অন্নুজুমা মোছাখ্ খারাতেম বে আমরিহ্, আলা লাহুল খালকো অলাআমর্ তাবারাকাল্লাহো রাব্বোল আ'লামিন। ওদয়ু' রাব্বাকোম তাদ্বার্‌রোয়াঁ'ও ض অ-খোফইয়াহ্, ইন্নাহু লা- ইয়ো হেব্বোল মো'তাদিন, অলা তোফছেদু ফিল-আরদ্বে ض বা'দা ইছলা ছেহা আদয়ু'হো খাওফাঁও আতামায়া, ইন্না রাহমাতাল্লাহে কারিবোম মেনাল মোহছিনিন।

(৪) এক বোজর্গ বলিয়াছেন, তিনি অন্ধকার রাত্রিতে মছজিদের সংলগ্ন পুষ্করিণীতে এশার ওজু করিতে বসিয়াছিলেন, এক পা ধৌত করিতে বাকি থাকিতে হঠাৎ সমস্ত পুষ্করিণী আলোকময় হইয়া গেল, তিনি বাম পা পানির মধ্যে ডুবইয়া ফেলিলেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ 'লাহাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিলাহেল আলিয়েল আজিম। তাহার মুখ হইতে উক্ত কথা বাহির হওয়া মাত্র সেই আলোকটি দূরীভূত হইয়া গেল।

(৫) একা পাহাড়, ময়দান বা কোন স্থানে রাত্রিকালে ঐরূপ ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিলে, আজান দিতে হয়, এবং উচ্চস্বরে আয়তুল কুরছি পড়িতে হয়।

৩২। জাদু দফার তদবীর

(১) যে ব্যক্তি অন্যের জাদু করার দোষে পুরুষত্বহানি হইয়া স্ত্রী সঙ্গম করিতে পারে না, নিম্নোক্ত আয়াতগুলি লিখিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিবে।

(١) او لم یر الذین کفروا ان السمٰوٰت والارض کانتا رتقا ففتقنٰهما، وجعلنا من الماء کل شیٔ حی، افلا یؤمنون☆ (٢) باطل باطل - ما کانوا یعملون ج فغلبوا هنالک و انقلبوا صٰغرین ☆ (٣) قال موسٰی ما جئتم بهٖ السحر، ان اللّٰه سیبطله، ان اللّٰه لا یصلح عمل

المفسدين ☆ (৪) وقل جاء الحق و زهق الباطل ط ان الباطل

كان زهوقا ☆

এবং ছুরা নাছ ও ফালাক।

(২) নিম্নোক্ত আয়াত কোন বাসনে লিখিয়া ঘৃত দ্বারা মুছিয়া জাদুগ্রস্ত রোগী সাত দিবস ওজুসহ জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খাইবে।

ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله و رسوله ثم

يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ط و كان الله غفورا

رحيما ☆

(৩) তিনটি ডিম্ব পানিতে গরম করিয়া উহার ছেলকা (খোলা) ফেলিয়া খাইতে দিবে, প্রথমটির উপর লিখিবে—

قال موسى ما جئتم به لا السحر ط ان الله سيبطله ط ان

الله لا يصلح عمل المفسدين ☆

দ্বিতীয়টির লিখিবে—

او لم ير الذين كفروا ان السموت والارض كانتا رتقا

ففتقنهما ط وجعلنا من الماء كل شئ حى ط افلا يؤمنون ☆

তৃতীয়টির উপর লিখিবে —

وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنه هباء منثورا ☆

৩৩। বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি ও বৃশ্চিক ইত্যাদি দংশনের তদ্বীর

অল্প তিলের তৈল দংশিত স্থলে দিয়া নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া ফুক দিবে, অর্দ্ধেক আমল করিতে করিতে যন্ত্রণা কমিতে থাকিবে।

আয়াতুল কুরছি ৩ বার—

(১) اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَ انْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ قف وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ☆

"আও কাল্লাজি মার রা আ'লা কারইয়াতেন অহিয়া খাভিয়া তোন আ'লা ও'রুশেহা কালা আন্না ইয়োহ্‌য়ি হাজিহিল্লাহো বা'দা মাওতেহা, ফা-আমাতাহোল্লাহো মিয়াতা আ'মেন ছোম্মা বায়'ছাহ, কালা কাম -লাবেছাতা কালা লাবেছতো ইয়াওমান আওবা'দা ض ইয়াওম, কালা লাবেছতা মিয়াতা আ'মিন ফানজোর ইলা তায়া'মেকা অ-শারাবেকা লাম ইয়াতাছান্নাহ, অন্‌জোর ইলা হেমারেক, অলেনাজয়া'লাকা আইয়াতাল লিন্নাছে অন্‌জোর ইলাল এ'জামে কায়ফা নোনশেজোহা ছোম্মা নাকছুহা লাহমা ফালাম্মা তাবাই-ইয়ানা লাহু কালা আ'লামো অন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লে শাইয়েন কাদির।"

(২) وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ☆

"অলাও আন্না কোর -আনান ছুইয়েরাত বেহেল জেবালো আও কোত্তেয়া'ৎ বিহিল আরদো ض আও কোল্লেমা বিহিল মাওতা, বাল লিল্লাহেল আমরো জামিয়া, আফালাম ইয়ায় -আছেল লাজিনা আমানু অল্লাও ইয়াশায়োল্লাহো লাহাদান্নাছা জামিয়া, অলাইয়াজালোল লাজিনা কাফারু তোছিবোহোম বেমা ছানায়ু, অলাইয়াতোন আওতাহোল্লো কারিবাম মিন দারেহিম হাত্তা ইয়া'তিয়া ওয়া'দুল্লাহ্ ইন্নাল্লাহা লাইয়োখলেফুল মিয়াদ্।"

(৩) وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا لا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ☆

"অ-ইয়াছয়ালুনাকা আনেল জেবালে ফাকোল ইয়ানছেফোহা রাব্বি নাছফা, ফাইয়াজারোহা কায়া'ন ছাফছাফান, লাতারা ফিহা এওয়াজাঁও অলাআমতা।"

(৪) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ☆

"অ-জায়া'লনা মিম বায়নে আয়দিহেম ছাদ্দাওঁ অমিন খালফিহেম ছাদ্দান ফা -আগশায়নাহুম লাইয়োবছেরুন।"

(৫) اِنَّـهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ☆

"ইন্নাহু মিন ছোলায়মানা অ-ইন্নাহু বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম, আল্লাতা'লু আলাইয়া অঃতুনি মোছলেমিন।"

এক হইতে ৫ নম্বর পর্য্যন্ত আয়াত তিন তিনবার, ছুরা দোহা ৩ বার, ছুরাএনশেরাহ ৩ বার, এখলাছ্ নাছ ও ফালাক তিন তিনবার।

৩৪। জমি সংক্রান্ত অত্যাচার রহিত হওয়ার উপায়

যদি জমিদারের পক্ষ হইতে জমি মাপিবার সময় সন্দেহ হয় যে, উহার কর বৃদ্ধি করা হইবে, তবে চারিটি কাগজে নিম্নোক্ত চারিটি আয়াত লিখিয়া জমির চার কোনে দফন করিবে, ইহাতে জমি পরিমাণ কম বলিয়া অনুমিত হইবে।

(١) اولم يروا انا نأتى الارض ننقصها من اطرافها ط

(٢) يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ط (٣) الم تر الى ربك كيف مد الظل ج و لو شاء لجعله ساكنا ج (8) وما قدروا الله حق قدره ق و الارض جميعا قبضته يوم القيٰمة و السمٰوٰت مطويّٰت بيمينه ط سبحٰنه و تعالى عما يشركون☆

(২) অত্যাচারিরা জমি সম্বন্ধে কোন প্রকার অত্যাচার করিবে, এই আশঙ্কা হইলে, পাঁচটি প্রস্তর লইয়া উহার উপর ছুরা ফাতেহা ৭ বার, ছুরা এখলাছ ৩ বার,

ছুরা নাছ ও ফালাক এক এক বার ছুরা ইয়াছিন সম্পূর্ণ, ছুরা মোলক সম্পূর্ণ আয়তুল কুরছি সম্পূর্ণ ও দরুদ শরীফ দশবার পড়িয়া ফুক দিয়া চারিখানা প্রস্তর জমির চারি কোণে আর একখানা প্রস্তর জমির মধ্যস্থলে পুতিয়া রাখিবে।

৩৫। বারিবর্ষনের তদ্‌বীর

একখানা খোলার (চাড়ার) উপর নিম্নোক্ত আয়াত লিখিবে এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া উক্ত খোলাখানা সেই জমির উপর নিক্ষেপ করিবে যেন উহার নিক্ষেপ স্থল দেখিতে না পায়। ইনশায়াল্লাহ্ বর্ষা হইবে

وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ☆

৩৬। ফলশূন্য বৃক্ষের ফল হওয়ার উপায়

(১) একজন বনি-হাসেম বলিয়াছেন-আমি সম্পূর্ণ ছুরা ফাতেহা লিখিয়া এবং উহার مالک يوم الدين 'মালেকে ইয়াও মেদ্দিন' আয়াতটি সাতবার লিখিয়া উহা পানি দ্বারা ধৌত করিয়া এরূপ বৃক্ষগুলির উপর ছিটাইয়া দিলাম যে, কয়েক বৎসর যাবৎ তৎসমুদয়ের ফল হইয়াছিল না, খোদাতায়ালার মর্জ্জিতে অতি সত্ত্বর উক্ত বৃক্ষগুলির ফল হইয়া গেল।

(২) বৃহস্পতিবার রোজা রাখিয়া কেবল লাউ দ্বারা এফতার করিবে, মগরেবের নামাজ পড়িয়া এই আয়াত কাগজে লিখিবে—

و بشر الذين امنوا و عملوا الصلحت ان لهم جنت

تجرى من تحتها الانهر ط كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا لا

قالوا هذا الذى رزقنا من قبل و اتوا به متشا بها ط ولهم فيها

ازواج مطهرة وهم فيها خلدون ☆

কাহারও সহিত কথা না বলিয়া উক্ত তাবিজ লইয়া উক্ত বাগানের মধ্যস্থলে কোন বৃক্ষে লটকাইয়া দিবে। সেই বৃক্ষের বা অন্য বৃক্ষের ফল পাড়িয়া খাইয়া তিন ঢোক পানি পান করিবে এবং চলিয়া যাইবে।

৩৭। অবৈধ প্রেম দূরীভূত হওয়ার তদ্‌বীর

এমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, একজন বোজর্গ বলিয়াছেন যে, একবার একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া তাহার প্রেমে এরূপ অস্থির হইয়া পড়িলাম যে, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রা আসিতেছিল এমতাবস্থায় যেন কেহ বলিতে লাগিল যে, তুমি নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া নিজের শরীরে ফুক দাও। আমি প্রভাতে তাহাই করিলাম, আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে আমার মনের অশান্তি সম্পূর্ণ রূপে দূরীভূত হইল।

(১) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاوَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۗ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ☆

অ-ইয়োছাব্বোতোল্লাহোল লাজিনা আমানু বিলকাওলেছ ছাবেতে ফিল হায়াতিদ্দুনইয়া অ-ফিল আখেরাহ অ-ইয়োদেল্লোল্লাহোজ ض জালেমিন, অ-ইয়াফয়া'লোল্লাহো মাইয়াশায়ো।"

(২) يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ☆

ইয়াআইয়োহাল্লাজিনা আমানু ইজা লাকিতোমোল লাজিনা কাফারু জাহ্‌ফান, ফালা তোওয়াল্লু হোমোল আদবার।"

৩৮। কুমন্ত্রনা দফা করার তদ্‌বীর

যদি কেহ কোন লোককে কুমান্ত্রনায় প্রলুব্ধ করিয়া বিনষ্ট করিতে চাহে, এই হেতু সৎলোকদের পরামর্শ শুনিতে চাহে না, তবে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিবে কিম্বা কাগজে লিখিয়া তাবিজ করিয়া তাহার হাতে বাঁধিবে। যদি

কাহার কোন স্ত্রীলোক অবৈধ প্রেমে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে এই তদ্‌বীর করিবে। দোয়াটি এই-

رَبِّ اصْرِفْ عَنِّى السُّوْءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِيْنَ ☆

রাব্বেছরেফ আন্নিছ ছুয়া অলফাহশায়া অজ্‌য়া'লনি মিন এ'বাদেকাল মোখলাছিন।"

৩৯। জেকরের গরমীতে উন্মত্ত হইয়া গেলে, উহা নিবারণের উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়িবে কিম্বা অন্যে পড়িয়া তাহার উপর ফুক দিবে অথবা লিখিয়া ধৌত করিয়া তাহাকে পান করাইবে। ইহাতে তাহার উন্মাদভাব দূরীভূত হইবে।

رَبِّ اصْرِفْ عَنِّى السُّوْءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ اجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلَصِيْنَ ☆

"আল্লাহু মাছাকানা ফিল্লা এলে অন্নাহারে অহুওয়াছ ছামিয়ে'ল আলিম।"

(٢) اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَ لَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ☆

"ইন্নাল্লাহা ইয়োমছোকোছ ছামাওয়াতে অল-অরদা ض আন তাজুলা, অলাএন জালাতা ইন আমছাককাহোমা মিন আহাদেম মিম্ বা'দিহ। ইন্নাহু কানা হালিমান গাফুরা।"

৪০। ওজু ও নামাজে ওয়াছওয়াছা দূরীভূত হওয়ার তদ্‌বীর

কাঁচের পাক বাসনে লিখিয়া পানিতে ধুইয়া তিন দিবস পান করিবে, ইহাতে মনের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইবে। ইহাতে কুস্বপ্ন দেখা বন্ধ হইয়া যায়।

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به ٧ اذ قلتم سمعنا واطعنا ز واتقوا الله ، ان الله عليم ؟ بذات الصدور ☆

৪১। প্রাণের আশঙ্কা হইলে, মুক্তি পাওয়ার তদ্‌বীর

এবনোল কলবি বলিয়াছেন, একজন অত্যাচারি অন্য একজনকে হত্যা করার ভয় দেখাইয়াছিল,ইহাতে সে ব্যক্তি একজন আলেমের নিকট ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে। তদুত্তরে তিনি বলেন, তুমি গৃহ হইতে বাহির হইবার পূর্বে ছুরা ইয়াছিন পড়িয়া বাহির হইও। সে ব্যক্তি তাহাই করিত, যখন সে শত্রুর নিকট উপস্থিত হইত, তখন সে তাহাকে দেখিতে পাইত না।

৪২। পক্ষাঘাতে রোগের তদ্‌বীর

এবনো কোতায়বা (রহঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি জমজমের পানি দ্বারা দোয়াতের কালি প্রস্তুত করিয়া উক্ত কালি দ্বারা এক বাসেন বিছমিল্লাহ সহ ছুরা হাশরের শেষ কয়েক আয়াত هو الله الذى হইতে حكيم পর্য্যন্ত এবং وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين লিখিয়া জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার পীড়া উপশম হইয়াছিল।

৪৩। টাক পড়া নিবারণের তদ্‌বীর

একজন বোজর্গ ৪২ নম্বরের শেষের আয়াত পড়িয়া টাক্‌পড়ার মস্তকে থুথু দিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার উক্ত পীড়া ভাল হইয়া গিয়াছিল।

৪৪। প্রস্রাব বন্ধ হওয়া নিবারণের তদ্‌বীর

(১) নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া পান করিলে, পাথরী রোগের উপশম হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم - وبست الجبال بسا ، فكانت هباء منبثا - وحملت الارض و الجبال فدكتا دكة واحدة - فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ☆

(২) নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ধৌত করিয়া পান করিবে—

واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل اناس مشربهم ، كلوا واشربوا من رزق الله و لا تعثوا في الارض مفسدين ☆

(৩) নিম্নোক্ত আয়াত কাপড়ে লিখিয়া তলপেটে বাঁধিয়া দিবে

وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ☆

(৪) নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া বাঁধিয়া দিবে—

ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ☆

৪৫। মুত্রাতিসারের তদ্‌বীর

এবনো-ওয়ায়না (রহঃ) বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতগুলি লিখিয়া তাবিজ বাঁধিয়া দিলে, উক্ত রোগ আরাম হয়।

(১) وقيل يا ارض ابلعي مائك و يسماء اقلعي و غيض الماء و قضى الامر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظّلمين ☆

(২) قل ارء يتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يا تيكم بماء معين ☆

৪৬। পায়খানা বন্ধ হইলে উহার উপশমের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া উক্ত ব্যক্তির কানে ফুক দিবে।

(১) وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ط وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ☆

"অইন্না মিনাল হেজারাতে লামা ইয়াতাফায্যারো মিনহোল আনহার' অইন্না মিনহা লামা ইয়াশ শাক্কাকো ফা-ইয়াখ্ রোজ মিনহোল মায়ো, অইন্না মিনহা লামা ইয়াহবোতা মিনখাশ্ ইয়াতিল্লাহ, অমাল্লাহো বেগাফেলেন আম্মা তা'মালুন।

(২) فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ز صلے وَّ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ☆

"ফা-ফাতাহনা আবওয়াবাছ্ ছামায়ে বেমায়েম মোনহামের' অ-ফায্যারনাল আরদা ض ওইউনান ফালতাকাল মায়ো আ'লাআমরেন কাদ্ কোদের।"

৪৭। বমন দফা হওয়ার তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ধৌত করিয়া সাত দিবস খালি পেটে পান করাইবে-

(১) وقيل يا ارض ابلعى مائك و يا سماء اقلعى و غيض الماء و قضى الامر و استوت على الجودى و قيل بعدا للقوم الظّٰلمين ☆

৪৮। গলার বেদনা উপশম হওয়ার তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুক দিবে—

اَوَ لَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ☆

"আ-ওয়ালাম ইয়ারাল্লাজিনা কাফারু আন্নাছ ছামাওয়াতে অল আরদা ض কানাতা রাতকান ফা-ফাতাকনাহোমা, অ-জায়ালনা মেনাল মায়ে কুল্লা শাইয়েন হাইয়ে, আফালা ইয়োমেনুন।"

ছুরা ইয়াছিনের শেষ ছয় আয়াত قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ হইতে শেষ পর্য্যন্ত

৪৯। বদনজর হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়

(১) নিম্নোক্ত দোয়া পড়িয়া বালক বালিকার উপর ফুক দিবে—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ حَبْسٌ حَابِسٌ شَجَرٌ يَابِسٌ شِهَابٌ قَابِسٌ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ☆ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ☆

বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম, হাবছোন হাবেছোন শাজারোন ইয়াবেছোন, শেহাবোন কাবেছোন, ফারজেয়েল বাছারা হালতারা মিন ফোতুর ছোম্মার জেয়েল বাছারা কার রাতায়নে ইয়ানকালেব এলায় কাল বাছারো খাছেয়াঁও অহুওয়া হাছির"।

৫০। তওবার তওফিক হওয়ার উপায়

একনজ মিসরবাসী লোক বর্ণ না করিয়াছেন একটি মোশরেক এক জন মুসলমানের নিকট আসিয়া বলিল, তোমাদের কোর-আন শরীফে এমন কোন বিষয় আছে যাহা আমার মন পরিবর্তন করিয়া আমাকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আছে। তৎপরে তিনি ছুরা আলাম নাশরাহলাকা লিখিয়া ধৌত করিয়া পান করাইল, ইহাতে সে মুসলমান হইয়া গেল।

৫১। কৃপণতা দফা হওয়ার উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কৃপণ ব্যক্তির কাপড়ে মেশ্‌ক ও জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া তাহাকে পান করাইবে, ইহাতে কৃপণতা দূর হইয়া যাইবে।

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ط وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم ☆ كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل

الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة ط قل

فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صدقين ☆

৫২। বদ এ'তেকাদি দূর হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি বাসনে লিখিয়া মধু দ্বারা ধৌত করিবে, যাহা অগ্নি স্পর্শ না করিয়াছে। উক্ত মধু যে ব্যক্তি পান করিবে তাহার অন্তর হইতে সন্দেহ ও বদ এ'তেকাদ দূরীভূত হইবে।

يا يها الذين امنوا اوفوا بالعقود ط احلت لكم بهيمة

الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم ط ان

الله يحكم ما يريد☆

৫৩। হারামখুরী হইতে বাজ রাখার উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি শুক্রবারের রাত্রে এশার নামাজের পরে ওজু সহ পড়িয়া বর্ষার পানির উপর ফুক দিবে এবং উক্ত পানি দ্বারা গমের আটা খামির করিয়া রুটি প্রস্তুত করিবে, উহা চারিভাগ করিয়া তিনভাগ দরিদ্রদিগকে দান করিবে এবং একভাগ হারামখোর ব্যক্তিকে খাওয়াইবে। এইরূপ ধারাবাহিক তিন রাত্রে করিবে, ইনশায়াল্লাহ হারামখুরী হইতে সে ব্যক্তি তওবা করিবে। ছুরা মায়েদার প্রথম রুকুর حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ হইতে رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا পর্য্যন্ত।

৫৪। টাকা অপব্যয় না হওয়ার তদ্‌বীর

যে ব্যক্তি ছুরা মায়েদার ১২ রুকুর اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ হইতে الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পড়িবে, তাহার টাকা কড়ি অনর্থক ব্যয় হইবে না।

৫৫। মিথ্যা বলার স্বভাব দূরীভূত করার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত ঝিনুকে লিখিয়া সূর্য্য উদয় হওয়ার অগ্রে মধু দ্বারা ধুইয়া মিথ্যাবাদীকে খাওয়াইবে। তাহা হইলে তাহার মিথ্যা বলার স্বভাব দূরীভূত হইয়া যাইবে।

لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم

بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ☆

৫৬। নামাজ, এলম ও আমলের শওক হওয়ার তদ্‌বীর

বৃহস্পতিবারের দ্বিপ্রহর রাত্রিতে উঠিয়া ওজু করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবে, তৎপরে কাঁচের বাসনে গোলাব ও জাফরাণ দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি লিখিবে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ

الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ☆ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ

يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ☆

তৎপরে উহা পানিতে ধুইবে এবং উক্ত আয়াতগুলি সাতবার পড়িয়া ঐ পানিতে ফুক দিবে, পুনরায় ফজরের নামাজের পরে উহার উপর 'আলাম-নাশরাহলাকা' ছুরা পড়িয়া ফুক দিয়া দোয়া করিবে, তৎপরে উক্ত পানি পান করিবে।

৫৭। জেহেন (বুঝিবার শক্তি) ও বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কোন্দর নামীয় ঔষধের উপর পড়িয়া ফুক দিয়া অর্দ্ধ সেরকাল মধু কিম্বা চিনিসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে থাকিবে, আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে জেহেন ও বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ☆ مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ☆

৫৮। স্বর মিষ্ট হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়ত হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখিয়া তাম্রের মাদুলীতে পুরিয়া হাতে বাঁধিয়া দিবে।

وخشعت الاصوات للرحمٰن فلا تسمع الا همسا

ইহাতে শিশুদের অতিরিক্ত ক্রন্দন নিবারণ হয় এবং শত্রুর মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

৫৯। মতলব পূর্ণ হওয়ার তদ্‌বীর

১। নিম্নোক্ত নিয়মে কোর-আন মজিদ খতম করিয়া ছেজদাতে গিয়া দোয়া করিবে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

জুমার দিবস ছুরা বাকারহ হইতে ছুরা মায়েদার শেষ পর্য্যন্ত। শনিবারে ছুরা আনয়া'ম হইতে তওবা শেষ পর্য্যন্ত। রবিবারে ছুরা ইয়োনোছ হইতে ছুরা ত্বহার শেষ পর্য্যন্ত। সোমবারে ছুরা আম্বিয়া হইতে ছুরা কাছাছের শেষ পর্য্যন্ত। মঙ্গলবারে ছুরা আনকবুত হইতে ছুরাছাদের শেষ পর্য্যন্ত বুধবার ছুরাজোমার হইতে ছুরা রহমানের শেষ পর্য্যন্ত । বৃহস্পতিবারে ছুরা ওয়াকেয়া হইতে কোন -আন শরিফের শেষ পর্য্যন্ত।

২) মোহাম্মদ বেনে দোরাস্ত ওয়হে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি এমাম শাফেয়ির হস্তে লিখিতে দেখিয়াছি, হজরত খেজের (আঃ) সহস্র মতল পূর্ণ হওয়ার জন্য একজন দরবেশকে দুই রাকয়াত নামাজ শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহার প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে দশবার ছুরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পরে ১১ বার ছুরা এখলাছ পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া ছেজদাতে গিয়া দশবার দরূদ শরীফ দশবার-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ☆

ছুবহানাল্লাহ, অলহামদো লিল্লাহ অলাইলাহা ইল্লাল্লাহ অল্লাহো আকবর, অলাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আলিয়েল আজিম। দশবার-

رَبَّنَاۤ اٰتِنَـا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا

عَذَابَ النَّارِ ☆

রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনইয়া হাছানাতাঁও অফিল আখেরাতে হাছনাতাঁও অকেনা আজাবান্নার পড়িয়া নিজের মতলব পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া করিবে।

হাকিম আবুল কাছেম বলিয়াছেন, আমি উক্ত আবেদের নিকট লোক পাঠাইয়া উক্ত নামাজের অবস্থা অবগত হইয়াছি, আল্লাহ আমাকে এলম ও হেকমত শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমার সহস্র মতলব পূর্ণ করিয়াছেন। উক্ত হাকিম সাহেব বলিয়াছেন, এই নামাজ জুমার রাত্রে গোছল করিয়া পাক কাপড় পরিধান করতঃ 'কাজায় হাজতের নিয়তে পড়িতে হইবে।

৩) হজরত এমাম জাফর ছাদেক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তির কোন মতলব পূর্ণ হওয়ার বাসনা থাকে, সে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি একখানা কাগজে

লিখিয়া প্রবাহিত পানিতে নিক্ষেপ করিবে। দোয়াটি এই-

بسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الذليل الى رب الجليل رب انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين ☆

কাগজখানি পানিতে নিক্ষেপ করার সময় বলিবে-

اَللّٰهُمَّ بِمُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ صَحْبِهِ الْمَرْضِيِّيْنَ اِقْضِ حَاجَتِىْ يا اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ ☆

"আল্লাহুম্মা বে-মোহাম্মাদেঁও অ-আলেহিৎ তাইয়েবিনাৎ তাহরিনা অছাহ বিহিল মারদিয়্যিনা ض ইকদে ض হাজাতি ইয়া আকরামাল আকরামিন।

তৎপরে নিজের মতলবের কথা উল্লেখ করিবে-

৬০। গরম জ্বরের তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়ত বাসনে লিখিয়া পান করাইবে-

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ☆

৬১। হৃদ্‌কম্পনের (হাওলাদেলের) তদ্বীর

নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবিজ করিয়া এরূপভাবে গলায় রাখিবে যেন দেলের উপর থাকে, বরং কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া দিবে যেন তথা হইতে সরিয়া না যায়।

ليربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام

৬২। মৃগী রোগের তদ্‌বীর

১) নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িয়া উক্ত রোগীর কানে ফুকদিবে, ইহাতে মৃগী ভাল হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ - الٓمٓصٓ طٰسٓمٓ كٓهٰيٰعٓصٓ يٰسٓ

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ حٰمٓعٓسٓقٓ نٓ وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُوْنَ ☆

"বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম, আলিফ, লাম, মিম,ছাদ, তা, ছিন, মিম, কাফ, হা, ইয়া, আএন, ছাদ, ইয়া, ছিন, অল কোর-আনেল হাকিম, হা, মিম, আয়েন, ছিন, কাফ, নুন, অল-কালামে অমা ইয়াছতুরুন।"

২) নিম্নোক্ত অক্ষরগুলি রজবের চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবারে রৌপ্যের পাতে অঙ্কিত করিয়া (খুদিয়া) অঙ্গুটি বানাইয়া মৃগীর রোগীকে ব্যবহার করিতে দিলে মৃগী ভাল হয়।

الم الم المص المر الر كهيعص طه طس طسم يس

ص حمعسق ق ن و القلم و ما يسطرون ☆

এই অঙ্গুটি ব্যবহার করিলে, প্রত্যেক প্রকার ভয় হইতে রক্ষা পাইবে এবং অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি চাকরী প্রাপ্ত হইবে।

৬৩। ইচ্ছানুযায়ী নিদ্রা হইতে জাগরিত হওয়ার উপায়

১) শয়নকালে নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া শুইলে, যে সময় ইচ্ছা করে জাগিয়া উঠিবে—

وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط وَ عَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ☆

"অ-ইজ জায়ালনাল বায়তা মাছাবাতাল লিন্নাছে অ-আমনা, অত্তাখেজু মিম মাকামে ইব্রাহিমা মোছাল্লা, অ-আ,হেদনা ইলা ইব্রাহিমা অ-ইছমাইলা আন তাহ্ হেরা বায়তিয়া লিত্তায়েফিনা অল-আ, কেফিনা অর রোক্কায়েছ ছুজুদ।"

২) এইরূপ ছুরা কাহাফের শেষ কয়েক আয়াত- ان الذين امنو হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া শুইলে, যথা ইচ্ছা জাগরিত হইতে পারিবে।

৬৪। পক্ষাঘাত, মুখ বাকিয়া গেলে ও বাতের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত পরিস্কৃত কলাই করা তাম্রের পাত্রে মেশ্‌ক গোলাপ দ্বারা লিখিয়া পাক পানিতে ধুইয়া মখু বাঁকা ব্যক্তির মুখ ধোয়াইবে, মুখ ধুইবার পরে উক্ত পাত্রের দিকে তিন ঘন্টা পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবে, এইরূপ তিনরোজ করিবে। এইরূপ বাত ও পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত লোকের শরীরে পানি ছড়াইয়া দিবে।

قد نرى تقلب وجهك في السماء ج فلنولينك قبلة ترضها ص فول وجهك شطر المسجد الحرام ط وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ط وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم ط وما الله بغافل عما يعملون ☆

৬৫। পার্শ্ব বেদনা হৃদপিণ্ডের বা হাতের বেদনার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত গুলি শেষ রাত্রে লিখিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিবে।

وان يمسسک اللّٰه بضر فلا كاشف له الا هو ط وان يمسسک اللّٰه بخير فهو على كل شى قدير و هو القاهر فوق عباده ط و هو الحكيم الخبير ☆

৬৬। নৌকায় নিরাপদে থাকার তদ্‌বীর

শাগন কাষ্ঠে নিম্নোক্ত আয়াত খুদিয়া নৌকার অগ্রভাগে লাগাইয়া দিবে, নৌকা প্রত্যেক প্রকার বিপদ হইতে নি রাপদে থাকিবে।

قال اركبوا فيها بسم اللّٰه مجرها و مرسها ط ان ربى لغفور رحيم ☆

নৌকায় উঠিবার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া লইবে—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ﺻﻠﮯ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ☆

"অমাকাদারোল্লাহা হাক্কা কাদরিহি, অল আরদো ض জামিয়ান কাবাদ্‌তুহু ض ইয়াওমাল কেয়ামাতে অছছামা ওয়াতো মাৎবিয়াতোম বেয়ামিনিহু ছুবহানাহু অ তায়া'লা আম্মা ইয়োশরেকুন।"

৬৭। তৃষ্ণা পীড়ার (এস্তেকার) তদ্‌বীর

যে ব্যক্তির এরূপ পীড়া হয় যে, যতই পানি পান করে, ততই পিপাসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহার জন্য কাঁচ অথবা প্রস্তরের পাত্রে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া বসন্তকালের বর্ষার পানি দ্বারা ধৌত করিয়া একটি শিশির মধ্যে তিন দিবস

রাখিবে, তৎপরে লাল বকরির দুগ্ধের সহিত উক্ত পানি অগ্নি তাপে গাঢ় করিয়া লইবে, তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি শয়নকালে দুই দুই দেরেম পরিমাণ খাইবে।

واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر ؕ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ؕ قد علم كل اناس مشربهم ؕ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الارض مفسدين

৬৮। হেফাজতের তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত নুরানী অক্ষরগুলি লিখিয়া টাকা কড়ি, আসবাব পত্র ক্ষেত্রে ও গৃহের মধ্যে রাখিলে, উহা নিরাপদে থাকিবে।

الم المص المر الر كهيعص طه طسم طس يس ص حم حمعسق ق ن ☆

২) আয়তুল কুরছি খালেদুন পর্য্যন্ত ফজর ও মগরেবে গৃহে যাওয়া কালে ও বিছানায় শয়নকালে পড়িলে চুরি, নৌকাডুবি ও গৃহদাহ হইতে রক্ষা পাইবে। খোলাতে লিখিয়া শস্যের মধ্যে রাখিয়া দিলে, চুরি ও পোকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইবে।

৩) বিদেশে কিম্বা কোন ভয়াবহ স্থানে থাকার আবশ্যক হইলে আয়তুল কুরছি খালেদুন পর্য্যন্ত ছুরা এখলাছ, ফালাক ও নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া নিজের চারিদিকে বৃত্ত (দায়েরা) টানিয়া দিবে আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে কোন জ্বেন, মনুষ্য ও হিংস্র জন্তু তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ☆

"কোল লাই ইয়োছিবানা ইল্লা মাকাতাবাল্লাহো লানা হুওয়া মাওলানা, অ-আলাল্লাহে ফাল ইয়াতাওক্কালেল মোমেনুন।

৪) যে ব্যক্তি ফজর ও মগরেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি সাত বার পড়িয়া দুই হাতে ফুক দিয়া নিজের সমস্ত শরীরে মছেহ করিবে, খোদাতায়ালা সমস্ত পীড়া ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ط ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ☆

"আলহামদো লিল্লাহেল লাজি খালাকাছ ছামাওয়াতে অল-আরদা ض অ জায়ালাজ জোলোমাতে অন্নুর, ছোম্মাল্লাজিনা কাফারু বেরাব্বেহেম ইয়া'দেনুন

৫) ছুরা আ'রেফের ৭ম রুকুর আয়াত-

ان ربكم الله الذى خلق السموٰت হইতে رب العلمين পর্যন্ত

এবং ছুরা তওবার শেষ কতক আয়েত لقد جائكم رسول হইতে رب العرش العظيم পর্যন্ত দোকান, গৃহে, আসবাব ও টাকা কড়ির উপর পড়িয়া ফুক দিলে, প্রত্যেক প্রকার বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে। ছুরা আরাফের আয়াতটি শুইবার সময় পড়িয়া শুলে, পক্ষাঘাত ও মুখ বক্রতা রোগ হইতে রক্ষা পাইবে। ছুরা আ'রাফের সমস্ত আয়াত তাবিজাত দ্বিতীয় ভাগের ৩৩ আয়াত স্থলে লেখা হইয়াছে।

৬) মহর্রম চাঁদের প্রথম তারিখে নিম্নোক্ত দুইটি আয়াত কাগজে লিখিয়া পানি দ্বারা ধৌত করিয়া ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া দিলে, উক্ত ঘরে সর্প বৃশ্চিক ইত্যাদি হিংস্র জন্তু প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৭) নিম্নোক্ত আয়াত অধিক পরিমাণ পড়িলে এবং শয়নকালে, জাগরিত হওয়া কালে ফজর ও মগরেবে পড়িলে, অত্যাচারী মানুষের অত্যাচার হইতে হিংস্র জন্তুর অপকারিতা হইতে নিরাপদে থাকিবে। আর উহা লিখিয়া তাবিজ করিয়া বালকদের গলায় বাঁধিলে, শৈশবকালে যাবতীয় পীড়া হইতে নিরাপদে থাকিবে।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ ۢبِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ☆ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ط وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ج وَ لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ط اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ☆

"ইন্নি তাওয়াক্কালতো আলাল্লাহে রাব্বি অ-রাব্বেকোম মামেন দাব্বাতেন ইল্লা হুওয়া আখেজোম বেনাছিয়াতেহা,ইন্না রাব্বিআলা ছেরাতেম মোস্তাকিম। ফা-ইন তাওয়াল্লাও ফাকাদ আবলাগতোকোম মা ওরছেলতো বিহি ইলায়কুম অইয়াছতাখলে ফো রাব্বি কাওমান গয়রাকুম অলাতাদোর্ ض নাহ শাইয়া, ইন্না রাব্বি আ'লা কুল্লে শায়েন হাফিজ।

৮) যে ব্যক্তি ফজর মগরেবে ও শয়নকালে এবং কোন স্থানে গমনকালে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পড়িবে, স্থলে ও পানির যাবতীয় বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে এবং তাহার টাকা কড়ি ক্ষেত্রে ও চতুষ্পদ জন্তুতে বরকত হইবে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ج وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ج وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ج وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ☆

"আল্লাহোল্লাজি খালাকাছ ছামাওয়াতে অল-আরদা ض অ-আন জালা মিনাছ ছামায়ে মায়ান ফা-আখরাজা বিহি মিনাছ ছামারাতে রিজকাল্লাকুম অ-ছাখ্খারা লাকুমোল ফুলকা লেতাজরিয়া ফিল বাহরে বে আমরিহ। আছ্যাখখারা লাকুমুল আনহার। অছাখ্খারা লাকুমুশ শামছা অল-কমারা দাএবাএন অছাখখারা লাকুমুল লায়লা অন্নাহার। অ-আতাকুম মিনুকুল্লে মাছায়ালতুমুহ, অইন তায়োদ্দা নি'মাতাল্লাহে লাতোহছুহা ইন্নাল ইনছানা লাজালুমোন কাফফার।"

৯) ছুরা নমল হরিণের পাতলা চামড়ায় লিখিয়া দাবাগত করা চামড়ার মধ্যে রাখিয়া সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া দিলে সেই গৃহে সর্প, বৃশ্চিক চামচিকা বা অন্যান্য হিংস্র জন্তু প্রবেশ করিবে না।

৬৯। ইসলামের শত্রু বিনাশ করার উপায়

১) শরিয়তের মুফতিগণের ফৎওয়া অনুযায়ী যে ইসলাম দ্রোহী কাফেরের ধ্বংস সাধন করা জায়েজ হয়, মুফতিগণের নিকট হইতে ফৎওয়া গ্রহণ করার পরে শনিবার দিবসে একটি কাঁচা বাসন প্রস্তুত কর, শনিবারে কোন পুরাতন গোরের অল্প মাটি আনয়ন কর, বিরানা ঘরের অল্প মাটি আন, যে গৃহের লোক সকল মরিয়া উজাড় হইয়া গিয়াছে উহার কিছু মাটি সংগ্রহ কর, তৎপরে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি উক্ত বাসনে লিখ এবং এই বাসনখানা খুব মিহিন ভাবে পিশিয়া উল্লিখিত মাটিগুলির সহিত সংযোগ কর। এই মিশ্রিত মাটিগুলি উক্ত অত্যাচারীর ঘরে শনিবারে প্রথম ঘন্টায় ছড়াইয়া দাও। ইহাতে শরিয়তদ্রোহী অত্যাচারী সমূলে ধ্বংসে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যেন অনুপযুক্ত স্থলে ইহা করা না হয়, তাহা হইলে মহা গোনাহগার হইয়া জাহান্নামী হইবে।

আয়াতগুলি এই—

يـايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقتكم با لمن و الاذى ۔

كـالـذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن با لله واليوم الاخر ط

فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ۔

لا يقدرون على شئ مما كسبوا ط والله لا يهدى القوم

الكفرين ☆

২) যে অত্যাচারী কাফের অন্যায়ভাবে ইসলাম মুছলমানদিগের ক্ষতি করিতে থাকে এবং মুছলমানগণের ধৈর্য্য ধারণ করাতে সে বিরত হয় না তাহার ধ্বংসে করা মানসে বৃহস্পতিবার রোজা, রাখিবে, এশার নামাজ পড়িয়া নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কোন অকুফ করা ঘরের একমুষ্টি মাটির উপর ৩০ বার পড়িয়া ফুক দিয়া উক্ত অত্যাচারীর গৃহে ছড়াইয়া দিবে।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ

اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ط وَ اَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ☆ قُلْ هَلْ

اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ

وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ

وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ

السَّبِيْلِ ☆

৩) কাফের অত্যাচারীদিগের ধ্বংস সাধন ও তাহাদের দলকে ছত্রভঙ্গ করিতে গেলে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি জবাহ করা জন্তুর পুরাতন হাড়ের উপর লিখিবে, তৎপরে উহা খুব চূর্ণ করিয়া তাহার ঘরে ছড়াইয়া দিবে।

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شئ ط حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذنهم بغتة فاذا هم مبلسون ☆ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ط والحمد لله رب العلمين ☆

৭০। শত্রুর সহিত তর্কে জয়ী হওয়ার তদ্‌বীর

রবিবারে রোজা রাখিয়া নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় চামড়ার টুকরায় লিখিয়া সঙ্গে রাখিবে।

يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ☆ فاما الذين امنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل لا و يهديهم اليه صراطا مستقيما ☆

২) নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় যুদ্ধকালে মাটির উপর পড়িয়া শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করিলে তাহারা পরাজিত হইবে।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

"ছাইয়োহজামোল জাময়ো অ-ইয়ো আনাদ দোবারা

৩) ঢালের উপর নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া শত্রুর সহিত মোকাবিলা করিলে জয়ী হইবে।

انا جعلنا فى اعناقهم اغللا فهى الى الاذقان فهم مقمحون ☆ و جعلنا من بين ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشينهم فهم لا يبصرون ☆

৭১। অত্যাচারী কর্ম্মচারীর চাকুরী নষ্ট করার তদ্‌বীর

ছুরা রা'দ যে অন্ধকার রাত্রিতে মেঘ, গর্জ্জন হয় ও বিদ্যুৎ জ্বলিতে থাকে, সেই রাত্রিতে নূতন বড় বাসনে লিখিয়া বর্ষার পানিতে ধুইয়া অন্ধকার রাত্রিতে অত্যাচারী কর্ম্মচারীর দরওয়াজায় ছড়াইয়া দিবে, ইন্‌শাল্লাহ তাহার চাকুরী নষ্ট হইয়া যাইবে।

৭২। সমুদ্রের তুফান বন্ধ করার তদ্‌বীর

১) সাতটি কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া সমুদ্রের পুর্ব্ব দিকে পরপর নিক্ষেপ করিবে।

الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّٰه

لیریکم من ایته ان فی ذلک لایت لکل صبار شکور ☆

২) সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তরঙ্গ হইলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে।

قل من ینجیکم من ظلمت البر و البحر تدعونه

تضرعا و خفیة لئن انجنا من هذه لنکونن من الشّٰکرین ☆

قل اللّٰه ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون ☆

৭৩। নিকাহ্ হওয়ার তদ্‌বীর

নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবিজ করিয়া হাতে বাঁধিলে নিকাহের উপায় হইয়া যাইবে।

ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة

الحیٰوة الدنیا لنفتنهم فیه ورزق ربک خیر وابقٰی ☆ وامر

اهلك بالصلوة واصطبر عليها ط لا نسئلك رزقا ط نحن

نرزقك ط والعاقبة للتقوى ☆

২) কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখিয়া সঙ্গে রাখিয়া বিবাহের পয়গাম করিলে উহা মঞ্জুর হইবে।

قل ان الفضل بيد الله ج يؤتيه من يشاء ط والله واسع

عليم ج لا يختص برحمته من يشاء ط والله ذو الفضل

العظيم☆

৭৪। প্রোথিত টাকা কড়ির স্থান জানিবার উপায়

নিম্নোক্ত আয়াতগুলি কাগজে লিখিবে, নাবালেগ স্ত্রীলোকের হাতে কাটা সূতার প্রস্তুত কাপড়ে উক্ত তাবিজ সিলাই করিবে, যে সাদা মোরগের চক্ষু নীলবর্ণ কিম্বা মস্তক ঝুটিওয়ালা হয়, উহার বাজুতে তাবিজ বাঁধিয়া রবিবারের দিবস সূর্য্য উঠিবার সময় প্রোথিত টাকা থাকার সন্দেহ স্থলে ছাড়িয়া দিবে, মোরগটি প্রোথিত টাকা স্থলে গিয়া দাঁড়াইবে এবং চক্ষু দিয়া খনন করিতে আরম্ভ করিবে।

وانه لتنزيل رب العلمين ط نزل به الروح الامين لا

على قلبك لتكون من المنذرين لا بلسان عربى مبين ط وانه

لفى زبر الاولين☆ او لم يكن لهم اية ان يعلمه علمؤا بنى

اسراءيل ☆

৭৫। জালে অধিক মৎস্য পড়িবার তদ্‌বীর

ছুরা নছর রাঙ্গের উপর অঙ্কিত করিয়া জালের সহিত সংযোগ করিবে।

৭৬। কানের শব্দ হওয়ার তদ্‌বীর

ছুরা আ'লা পড়িয়া তাহার কানে ফুক দিবে, এই ছুরা পড়িলে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

৭৭। কাশি দফা হওয়ার তদ্‌বীর

ছুরা জোখরাফ লিখিয়া বর্ষার পানিতে ধুইয়া পান করিবে।

সমাপ্ত